

খেলা যখন

অর্গব দত্ত

আমি নিতান্তই ক্রিকেটভক্ত নই। পারতপক্ষে ক্রিকেট থেকে যত দূরে থাকা যায় তত দূরেই থাকি। কিন্তু আজ এমন একটি অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হল কলকাতা শহর, যে এই লেখাটি না লিখে আর পারলাম না।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে আজ ছিল ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট ম্যাচ। কিছুদিন ধরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে ভালো নাটক চলছিল। কিন্তু আজ ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল।

প্রথমে ম্যাচ বয়কট করার কথা ওঠে। আমি খেলা টেলি না দেখলেও এ জানি যে কলকাতাবাসী কেমন ক্রিকেট-ফুটবল ভক্ত। সুতরাং কোনো অবস্থায় খেলা যে বয়কট করা হবে না তা একপ্রকার ধরেই নিয়েছিলাম। হলও না। যথারীতি ক্রিকেটোন্মাদরা টিকিটঘর খালি করে দিলেন। তবে যা আশা করা হয়নি তাই হল খেলা চলার সময়।

কলকাতাবাসী আজ স্বদেশকে সমর্থন না করে সমর্থন করে বসল দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

প্রথমে ভেবেছিলাম ওদের যত রাগ আমাদের কোচ-ভিলেনের উপর। কিন্তু তাকে হাতের কাছে না পেয়ে সমস্ত রাগ উজার হয়ে গিয়ে পড়ল দ্রাবিড়দের উপর। যখন একে একে ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা আউট হচ্ছেন তখন তাদের উচ্ছ্বাসও ছিল দেখার মত। হারে তো সব দেখি আত্মহারা।

আমার বাড়ি সৌরভের খাসতালুক বেহালায়। এখনও আতসবাজির আওয়াজ কানে আসছে। বঙ্গতনয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিরুদ্ধে আজ বেশ কিছু কুশপুতুল পোড়ানোর আয়োজনও পথে দেখে এলাম।

ভারতে বঙ্গসন্তানরা খ্যাতিনামা হয়ে গেলেই তাদের খুঁত খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজীবন নানা বঞ্চনার শিকার হয়েও নিজেকে প্রমাণে সক্ষম। ক্রিকেটভক্ত না হলেও তাঁর প্রতি এই কারণেই আমার শ্রদ্ধা অসীম।

আর বাঙালিকে আজ শ্রদ্ধা জানাই, যে আজ তাঁরা প্রমাণিত করে দিলেন স্বভাষীর অমঙ্গলচিন্তার যে অপবাদ আমরা বহন করে থাকি তা সর্বৈব মিথ্যা। ভারতের অখণ্ড জাতিরাত্ত্বের মহতী আদর্শকে মাথায় ধরেও আজ আমরা নিজ ভাষা ও জাতিকে সত্যি ভুলে যাইনি। যে জাতি ভারতের মত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রে জনসংখ্যার ৮% গঠন করে, সে জাতি বঞ্চনায় মাথা গুঁজে থাকবে না, ভবিষ্যতে হুশিয়ার হতে হবে বিদ্রোহীদের। নচেৎ নিস্তার নেই।

৯ই অগ্রহায়ন, ১৪১২

বেহালা, কলকাতা